দৈনিক জনকণ্ঠ

JAN. 17 2001

শেরেবাংলা মেডিক্যাল কলেজ ফের উত্তপ্ত ॥ ৫ দফা দাবিতে ভাংচুর

স্টাফ রিপোর্টার, বরিশাল থেকে ॥ স্বাস্থ্যমন্ত্রীর আশ্বাসের প্রেক্ষিতে প্রায় দু'মাস আগে শেরে বাংলা মেডিক্যাল কলেজের আন্দোলনরত ছাত্ররা তাদের লাগাতার ধর্মঘট প্রত্যাহার করে। কিন্তু দু'মাসেও মন্ত্রীর আশ্বাস বাস্তবায়িত হয়নি। কলেজের শিক্ষক সঙ্কটসহ অন্যান্য সমস্যার সমাধান হয়নি। সোমবার থেকে ছাত্ররা আবারও ৫ দফা দাবিতে আন্দোলনে নেমেছে। মঙ্গলবার ক্যাম্পাসে বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা ভাংচুর করেছে। কিন্তু স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বরিশাল শেরে বাংলা মেডিক্যাল কলেজের সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসছে না।

কলেজের একাধিক সূত্র আমাদের জানিয়েছে, একটি বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে এই মেডিক্যাল কলেজটিতে যা থাকার কথা তার সবই অনুপস্থিত। এখানকার ছাত্ররা শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ চায়। আর সুষ্ঠু শিক্ষার পরিবেশের জন্য কলেজের মৌলিক প্রয়োজনগুলো পূরণ করা জরুরী। আর দশটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দু'একটি বিষয়ের শিক্ষক না থাকলেও তেমন সঙ্কটের সৃষ্টি হয় না। কিন্তু মেডিক্যাল কলেজের ভিন্নধারা। এখান থেকে পাস করে বেরিয়ে ছাত্ররা ডাক্তার হিসাবে সাধারণ মানুষের চিকিৎসা করবে। শিক্ষক সঙ্কটের কারণে ছাত্ররা যদি ক্লাসই করতে না পারে তবে ভবিষ্যতে কিভাবে চিকিৎসা দেবে! আন্দোলনরত ছাত্রদের দাবিগুলো হচ্ছে, অবিলম্বে শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগ, কলেজ লাইব্রেরীতে পর্যাপ্ত বই সরবরাহ, ছাত্রাবাসগুলোর সংস্কার সাধন, ফার্নিচার সরবরাহ এবং ক্যাম্পাসে বহিরাগত নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। এসব দাবিতে গত নবেম্বরে যখন আন্দোলন হচ্ছিল এবং ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে— ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দও হাইকমান্ডের কথা শোনেনি। সেসময় নেতৃবৃন্দকে জননিরাপত্তা আইনে জেল খাটাবার হুমকি দিয়ে আন্দোলন স্তিমিত করা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে পরে জানানো হয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন সমস্যার সমাধান হবে। কিন্তু নবেম্বরের পর দু'মাস কেটে গেছে। সোমবার ছাত্ররা ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ সমাবেশ করে। স্মারকলিপি দেয় অধ্যক্ষকে। মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১১টায় বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা অধ্যক্ষের কক্ষের দরজা জানালা ভাংচুর করে। অধ্যক্ষ রনজিত কুমার সাহার সভাপতিত্বে দুপুরে কলেজের একাডেমিক কাউন্সিলের জরুরীসভা বসে। সভায় কলেজের ভিপি তৌহিদুজ্জামান, জিএস, এজিএসও উপস্থিত ছিলেন। তবে সভায় তেমন কোন সিদ্ধান্ত হয়নি। উল্লেখ করা যেতে পারে, নবেম্বরের প্রায় একমাসের আন্দোলনের পর কলেজে অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। এর আগে দীর্ঘদিন ওই পদটিও শূন্য ছিল। বরিশাল শেরে বাংলা মেডিক্যাল কলেজ পরিস্থিতি আবারও ঘোলাটে আকার ধারণ করছে।